Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 11, Issue 1&2, 2021-2022, 55-68

তুলনামূলক অর্থব্যবস্থা: ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কাঠামো

Submission: 02-02-2023
Acceptance: 06-08-2023

Muhammad Mostofa Hossain
PhD Researcher, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia

Mohammad Nurullah, PhD
Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University. Dhaka-1100

M. Kabir Hassan, PhD
Professor, Department of Economics and Finance, University of New Orleans, USA

Abstract: *Due to its enormous growth and sustainability, the Islamic economy has garnered substantial attention from researchers, scholars, policymakers, and industrial entrepreneurs all over the world. The reason for this noteworthy recognition is not merely its stability during global financial crises and disruptions but, rather, due to its adherence to the objectives of Shariah—constantly upholding the core focus of improving the overall quality of human life and demonstrating capacity toward a sustainable economy. Over the decades, the institutional concept of Islamic finance and economics has transformed into a reality and proven itself as a significant entrant in the sphere based on Islamic laws and regulations in different Muslim and non-Muslim countries. However, throughout its entire journey, the Islamic economy was obliged to compete with its conventional counterparts, namely capitalism and socialism, and to prove its worth as a well-patterned and advanced mechanism of economic order. Against this backdrop, this article highlights the strength and sustainability of the Islamic economy through a comparative discussion of three economic orders.*

Keywords: Capitalist economy, Islamic economy, Socialist economy

১. ভূমিকা

অর্থনীতি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা। জীবন পরিচালনার প্রতিটি ধাপে অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ও বিতরণকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। কারণ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই অর্থনীতির ভূমিকাই মূখ্য। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভেদে অর্থনীতির মতবাদ ও নীতির ভিন্নতা এবং প্রয়োজন, পরিস্থিতি ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সেসব মতবাদ ও নীতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের বিষয়াবলি স্পষ্ট। অর্থনৈতিক মতবাদ ও ধরন নির্ধারণে ব্যক্তিগতভাবে নীতিনির্ধারকদের রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিষয়টি অর্থনীতিকে বিজ্ঞান বিবেচনা করার শুরু থেকেই নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, মিশ্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা (Bisleshon, 2021) সেসবেরই বাস্তব প্রতিফলন। আবহমান কাল থেকে এ কয়েকটি অর্থনৈতিক মতবাদ বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে এলেও সময়ের পরিক্রমায় এসবের কোনো কোনোটি বাজার প্রতিযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়েছে, আবার কোনো কোনোটি অর্থবিজ্ঞান হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে আক্ষরিক অর্থে সময় নিলেও প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্যতায় অন্যদের তুলনায় ব্যাপকভাবে নিজের শক্তিশালী অবস্থানকে জানান দিয়েছে। মূলত বৈশ্বিক সম্পদের সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির প্রয়োজনের আলোকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নীতি নির্ধারণ, করোনার মতো মহামারীতে ধ্বসে পড়া অর্থনীতির পুনর্গঠন, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ

মোকাবেলা, টেকসই অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন, প্রান্তিক ও বিস্তৃত দরিদ্রতা বিমোচন, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ, নৈতিকতা নির্ভর অর্থব্যবস্থার সামষ্টিক অনুশীলন, ঋণ নির্ভরতা কমিয়ে অংশীদারিত্বমূলক অর্থনীতির অনুশীলন প্রচেষ্টা, সর্বোপরি একটি পরিপূর্ণ জনকল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সবগুলো অর্থনৈতিক মতবাদ বা পদ্ধতির তুলনামূলক নির্মোহ পর্যালোচনা ও সে আলোকে সম্ভাব্য নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেহেতু প্রত্যেক জাতি বা রাষ্ট্রই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করার মতো মৌলিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে থাকে, সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির চলমান পদ্ধতি বা মতবাদসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ স্পষ্ট হলে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন অনেকটাই সহজ হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনীতি পরিচালনায় রাষ্ট্রীয়ভাবে মিশ্র অর্থনীতি মূল প্রভাবকের ভূমিকা পালন করলেও বেসরকারিভাবে ইসলামী অর্থনীতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই অর্থব্যবস্থায় নিজের বিশেষ অবস্থান নিশ্চিত করে। তাই বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতির ধারাবাহিক উৎকর্ষতা ও সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি এ ব্যবস্থাটিকে মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি বিভিন্ন অমুসলিম দেশেও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছে (Tribune, 2017)। আধুনিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্ভব গত চার দশক থেকে হলেও (Waemustafa, 2013) এর দর্শন ও নীতিসমূহ মূলত হাজার বছর আগ থেকেই প্রতিষ্ঠিত (Hossain, 2017)। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ইসলামের বিধিবিধানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়েই অর্থনীতির আলোচনা বিদ্যমান (Zaman, 2010)। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বৈধ (হালাল) পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন ও একই পদ্ধতিতে সম্পদ ব্যয়ের বিষয়টিকে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করে থাকে (Zaman, 2010), বলা যায় পুরো অর্থব্যবস্থার কার্যক্রম এই মানদণ্ডকে সামনে রেখেই পরিচালিত হয়। প্রাথমিক যুগে মুসলিম স্কলারগণ হালাল পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় ও সে অনুযায়ী জনগণের জন্য ব্যয় করার বিভিন্ন পদ্ধতি বা মেথডের উপর ব্যাপকহারে সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন বিধায় ইসলামে জনঅর্থনীতির ভিত্তি অনেক সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ (Zaman, 2010)। আধুনিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা সেসব ভিত্তিকে উপজীব্য করে গড়ে উঠলেও মুসলিম দেশসমূহের উপনিবেশিকরণ ও তৎপরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রাম ইসলামী অর্থনীতিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন আকৃতি দান করে (Zaman, 2010)।

২. গবেষণা পদ্ধতি

উক্ত প্রবন্ধটিতে গুণগত গবেষণার বর্ণনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে প্রচলিত তিনটি মতাদর্শ বিশেষত পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতির শক্তিশালী ও টেকসই অবস্থান উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রস্তুতকরণে গ্রন্থাগার ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে, বিভিন্ন সমসাময়িক ও প্রাচীন সাহিত্য, অভিসন্দর্ভ এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে এক্ষেত্রে দ্বৈতায়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের উদ্ভব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে অর্থনীতি মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পদ বিতরণ ও বরাদ্দকরণের মাধ্যমে মানবকল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায় (Chapra, 1996)। মানুষের চাহিদা ও সম্পদের ভারসাম্যতা নিশ্চিত করার জন্যই অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের উৎপত্তি (Syamsuri, Aziz, Hendri, & Ghofur, 2021), যার ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের উদ্ভব (Kuran, 1995)। আধুনিক সময়ে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিত, দুটোই মূলত প্রয়োগকৃত সমাজের মানুষের দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের কাঠামো (Syamsuri et al., 2021), রাজনৈতিক ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (Rianto, 2015)। যদিও স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাই বিশ্বব্যাপী অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যা আধুনিক সময়ে সংস্কৃতিসহ মানুষের জীবনের সবক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে চলছে (Huda, 2016)। তবে পশ্চিমা সমাজ ও অর্থবিজ্ঞানীদের সমালোচনা থেকে এ অর্থনৈতিক মতবাদটিও নিজেকে পরিপূর্ণ মুক্ত রাখতে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে (Soto, 2000)।

৩.১ পুঁজিবাদের সৃষ্টি ও ইতিবাচকতা

এডাম স্মিথের চিন্তার প্রতিফলন আজকের পুঁজিবাদের অস্তিত্ব, তিনি ১৭৭৬ সালে তার 'ওয়েলথ অব ন্যাশন' বইয়ের মাধ্যমে এটির তাত্ত্বিক গঠনকে জনসম্মুখে নিয়ে আসেন (Itoh, 1988; Smith, 2010; Syamsuri et al., 2021)। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

ব্যাতিরেকে যুগপৎ প্রতিযোগিতার জন্য তিনি উদার বাজারনীতি, মুক্তবাণিজ্য প্রচলন ও কৃত্রিম বাণিজ্য সুরক্ষার নামে রাষ্ট্রের ন্যূনতম হস্তক্ষেপকেও দূরিভূত করার নীতি অবলম্বনের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন (Itoh, 1988)। স্মিথের বাণিজ্যবাদিতা বিরোধিতার ধারণাটি মূলত প্রাকৃতিক আইন, ব্যক্তিতান্ত্রিকতা ও মনতন্ত্র তত্ত্বের দেবতাবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত (Itoh, 1988)। অ্যানি র‍্যান্ড পুঁজিবাদকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বার্থপরতা এবং মুক্তবাজার এ তিনটি মূলমন্ত্রের সমন্বয়ে বর্ণনা করেন (Syamsuri et al., 2021)। তবে তার মতে এসবের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তার মতে ব্যক্তি স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি তার প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকারকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে নিজের টিকে থাকার জন্য স্বাধীন চিন্তা, কর্ম নির্ধারণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজাতে পারে। তার মতে মানুষ মূলত অন্যের কল্যাণের জন্য নয় বরং শুধু নিজের জন্যই (Syamsuri et al., 2021) যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এ্যানির ধারণাটি মূলত স্মিথের চিন্তারই পরোক্ষ প্রতিফলন এবং তার চিন্তায় প্রভাবিত।

স্মিথ ও অ্যানি র‍্যান্ডের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ইতিবাচকতা হলো, প্রথমত, ব্যক্তি স্বাধীনতা যা ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী নানানবিধ সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং সে আলোকে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনকে সাবলীলভাবে ঢেলে সাজাতে পারে। দ্বিতীয়ত, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও মূল্যের যৌক্তিক সীমারেখা ঠিক রাখাসহ অনেকাংশেই লভ্যাংশ নির্ধারণ ও মজুরীর পারস্পরিক ভারসাম্যতার মানদণ্ড ঠিক থাকে। তৃতীয়ত, লাভের জন্য উদ্দীপনা বজায় রাখার কারণে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন অনেকাংশেই সহজতর হয় এবং আনুপাতিক ফলাফল প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে (Mannan, 1997)।

৩.২ পুঁজিবাদের দুর্বলতা

তবে জবাবদিহিতাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষকে ব্যাপকহারে বেপরোয়া করে তোলে, তাতে ব্যক্তির নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে অন্যের অধিকার হরণ কিংবা ক্ষতি সাধন করাকে অপরাধ গণ্য করার মানসিকতা হ্রাস পায়। যেটি পরোক্ষভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অস্থিরতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। অবাধ মুক্ত প্রতিযোগিতা সমাজে অনেক ধরনের বিরূপ উদাহরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। যেমন, কোনো ব্যক্তির সম্পদ অর্জনের অবাধ স্বাধীনতা সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি এবং অর্থনীতিতে ধ্বস তৈরি করে, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুযোগের অসমতার কারণে জ্যামিতিক ভিত্তিতে ধনী ও দরিদ্রের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ন্যায়বিচারকে ব্যাহত করে, অন্যদিকে উৎপাদন ও বণ্টননীতি বিশেষজ্ঞদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে সম্পদ হস্তান্তর বা বদল প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, যার ফলশ্রুতিতে সমাজের অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ ব্যাহত হয়, যাতে শ্রমিকদের শ্রমের ফলাফল শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অংশকে ভোগ করার দরজা উন্মুক্ত করে দেয় (Mannan, 1997)। অন্যদিকে ব্যক্তি স্বার্থপরতাও অর্থনীতিতে নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তি স্বার্থপরতার কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে 'যৌক্তিক অর্থনৈতিক কর্তা' (Rationale Economic Man) হিসেবে দাঁড় করানো। মূলত এই কৌশলটির মাধ্যমে মানুষকে তার স্বার্থপরতার বিরূপ প্রতিফল থেকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়। যার মূল বক্তব্যই হলো মানুষ স্বার্থের জন্যই কাজ করে। যা বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যদি স্বার্থপরতাই অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হয়, তাহলে পরিবার বা সমাজের জন্য ত্যাগের মানসিকতা লোপ পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। পুঁজিবাদী দর্শন থেকে এটি বোঝা যায় যে, অর্থনীতিতে শুধুমাত্র শক্তিমান বা যোগ্যরাই টিকে থাকবে, দুর্বল, অসহায় এবং দরিদ্রদের অবস্থান এখানে খুবই সীমিত বা সংকীর্ণ, যা মানুষের স্বভাবজাত যৌক্তিকতা, ন্যূনতম বিবেকবোধ বা বুদ্ধিমত্তা ও মানবতাবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী নীতিকে প্রাকৃতিক আইনের সমকক্ষ বিবেচনা করলেও বাস্তবতায় এর সাংঘর্ষিকতা স্পষ্ট, প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে যেভাবে সূর্য, পৃথিবী, নদ-নদী, বায়ু প্রবাহ বা সমুদ্রের গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়, ঠিক একইভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মেই পুঁজিবাদ নিজেকে চলমান রাখার কথা। অথচ অর্থনীতির মূলক্ষেত্রই হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনা। বাজার ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হলেও সৌরজগতের নিয়মনীতিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। মুক্তবাজার ও মুক্তবাণিজ্যের দাবীর আলোকে পুঁজিবাদ অনেকাংশেই বাজার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শুধু এ ব্যবস্থাই শতভাগ সফল এ কথা বলার সুযোগ অনেকাংশেই কম। কারণ শুধুমাত্র বাজার ব্যবস্থায় সম্পদের পরিপূর্ণ সুষ্ঠু বণ্টনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা প্রতীয়মান হয়। যার কারণে অর্থ সংকটের কারণে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জনগণের বড় একটি অংশ বাজার থেকে তার চাহিদামত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করার সাধ্য রাখে না। অথচ স্বাবলম্বীরা চাইলেই অনায়াসেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৌখিন পণ্য ক্রয় করার সক্ষমতা রাখে, যেখানে একই সময়ে অনেকের বেঁচে থাকার পণ্য ক্রয়েরই সাধ্য নাই। এতে বাজারে প্রকৃত চাহিদা প্রবেশ করতে না পারায়

অগ্রাধিকার নীতি নষ্ট হয়ে যায়। স্বাবলম্বীদের চাহিদামত বাজারে সৌখিন পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত পসরা থাকলেও বাজার বৈষম্যের কারণে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অনেক কম পরিলক্ষিত হয়।

তবে শুরুর দিকে পুঁজিবাদ খ্রীষ্টবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলো বলে সময় সময় প্রয়োজনের আলোকে খ্রীষ্ট এথিকসের ভিত্তিতে তার মধ্যে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সুযোগ ছিলো, যাতে তার নেতিবাচক প্রভাব সংযত ও নিয়ন্ত্রিত থাকতো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তবুদ্ধি (Enlightenment) আন্দোলনের মাধ্যমে নৈতিকতাকে পাশ কাটিয়ে যুক্তি নির্ভরতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এটি নিজেকে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রকের কাতারে নিয়ে আসে। সেই ধারাবাহিকতায় মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবে অর্থনীতিতে বস্তুবাদ, ভোগবাদ, ব্যক্তিবাদ ও স্বার্থপরতার মতো বিষয়সমূহ ব্যাপকভাবে প্রভাবক হয়ে ওঠে যার ভিত্তিতে প্রকৃতির পছন্দ (Natural Selection) ও যোগ্যতমের বেঁচে থাকার তত্ত্ব (Survival of the Fittest) মানুষের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভোগবাদিতার জন্ম দেয়।

৩.৩ সমাজতন্ত্রের উদ্ভব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অন্যদিকে, অর্থনীতির আরেক মতবাদের নাম সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। কার্ল মার্কসের বস্তুবাদ তত্ত্বের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণ করার জন্যই এই অর্থনৈতিক মতবাদের আবির্ভাব। মূলত তিনটি ভিত্তিকে সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিস্তার। প্রথমত, সম্পদের মালিকানা, এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোনো সম্পদের স্বীকৃতি না থাকা। কারণ উৎপাদন ও উৎপাদন মাধ্যম এককভাবে কারো মালিকানা নয় বরং সেসবের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে সমাজের সকলের অধিকার রয়েছে, তাই একক ও ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের অধিকারী হওয়া এবং সেটা ব্যবহার করার কারো কোনো অধিকার নাই। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সমতায়ন, মূলত অর্থনীতিতে সমতার নীতি সার্বিকভাবে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার নিশ্চিত করে। তাই এ মতবাদের আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দৈনন্দিন জীবনে তার অতীব প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ করা হয় এবং সে অনুযায়ী অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রমকে শ্রমিকদের অধীনে ন্যস্ত করা হয় যারা সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করবে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের কাছে ন্যস্ত করা (Rozalinda, 2014)। অর্থনীতির এ মতবাদটিতে মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে অর্থনীতির সামষ্টিক ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সমাজের মূল চালিকাশক্তি হলেও এখানে কর্মক্ষম কোনো মানুষই পরিপূর্ণ স্বাধীনসত্ত্বা নয় বরং সর্বত্র কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই (Itoh, 1988) তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বিষয়টি মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে এখানে কোনো কিছু থাকবে না বরং এ ব্যবস্থায় অর্থনীতির পরিকল্পনা, নীতি, উৎপাদন ও বিতরণ, পর্যবেক্ষণ সবকিছুই রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রিভূত থাকবে। কারণ কার্ল মার্ক্সের দ্বান্দিক বস্তুবাদ তত্ত্বের আলোকে কোনো গঠনমূলক পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব যখন উৎপাদন ও উৎপাদন মাধ্যম কেবলমাত্র রাষ্ট্র কতৃক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যার ফলশ্রুতিতে এই অর্থনৈতিক মতবাদকে কখনো কখনো 'নির্দেশিত অর্থনীতি' (Command Economy) এবং 'সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক পদ্ধতি' (Totalitarian Economic System) নামে অভিহিত করা হয় (Syamsuri et al., 2021)। অন্যদিকে অর্থনীতির এ মতবাদটি শ্রমকে শুধু শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয় বরং এখানে শ্রমকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমকে শুধু শ্রম না বলে শ্রমশক্তি বলা হয়ে থাকে (Itoh, 1988; Segrillo, 2020)।

৩.৪ সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা

কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে সামাজিক প্রয়োজনে যোগান ও উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধিতে শ্রম ও সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধানে এ মতবাদটির সমন্বয়হীনতা স্পষ্ট (Itoh, 1988)। এক কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে এখানে ব্যক্তিগত চাহিদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। স্বাধীনতা একজন ব্যক্তির সামাজিক ও মানবিক মর্যাদাবোধের অন্যতম অনুষঙ্গ যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভূলুণ্ঠিত। অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে দৈনন্দিন স্বাভাবিক লেনদেনও এখানে অনেকটাই কষ্টসাধ্য। অর্থনীতির ভারসাম্যতা বিধানে এ মতবাদটি অনেকাংশেই পিছিয়ে আছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আবদ্ধ করে রাখার অর্থ হচ্ছে পরোক্ষভাবে বহুমুখী সম্ভাবনাকে দমিয়ে রেখে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নীতি ও পদ্ধতিকে মেনে চলতে বাধ্য করা, যেটা স্বাভাবিক মনুষ্য চেতনা ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

৩.৫ ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপ্তি, প্রকৃতি ও কাঠামো

বিশেষায়িত জ্ঞানের শাখা হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক সময়কাল তুলনামূলক স্বল্প হলেও কয়েক দশকের মধ্যেই এটি এখন একটি স্বীকৃত বিজ্ঞান। বিগত কয়েক দশক ধরে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের নিরলস পরিশ্রমে ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনের ফলেই এটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পায়। মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসামাঞ্জস্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব ও বিকাশ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব কিছু ইতিবাচক অবদান রাখলেও পৃথিবী থেকে পরিপূর্ণভাবে দরিদ্রতা ও অসমতা দূরীকরণে অর্থনীতির এ মতবাদটি নিজেকে পুরোপুরি সফল বলে দাবী করার অবকাশ রাখে না। বিশ্বব্যাপী দরিদ্রতা, বিভিন্ন প্রান্তে চলমান ও অতীতের অর্থনৈতিক সংকটসমূহ অন্তত তাই প্রমাণ করে।

ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা মূলত উন্নত নৈতিকতা, আর্থ-সামাজিক সুবিচার, টেকসই অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সর্বজনীন সন্তোষজনক জীবিকা নিশ্চিতকরণ, সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তার মূল লক্ষ্য অর্জন করতে চায় (Chapra, 1983)। পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম (আল-কুরআন, ২:১৯) মানুষের আপদকালীন সংকট নিরসন ও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার নিমিত্তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমাধান উপস্থাপন করে। সেসব সমাধানের ওপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিচালনা করত। বাধ্যতামূলক দান (Qardawi, 2010), ঐচ্ছিক দান (Khan, 2001) এবং নানামুখী বাণিজ্যিক (Hossain, 2021) সমাধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার সচল রাখার ক্ষেত্রে সেসব সমাধান রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হতো। বেকারত্ব দূরীকরণ, রাজস্ব ঘাটতি থেকে উত্তরণ ও দরিদ্রতা বিমোচনে ইসলামী অর্থনীতির এ চালিকাশক্তিসমূহ নীতিমালা প্রণয়নে খুবই সম্ভাবনাময়ী অনুষঙ্গ।

৩.৬ ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

ইসলামী অর্থনীতি মূলত তার তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর আলোকেই প্রায়োগিক নীতিকে বাস্তবায়ন উপযোগী করতে চায়। এক্ষেত্রে 'তাওহীদ' বা ঐক্যের দর্শন ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক পরিকাঠামো। সমস্ত মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং যাবতীয় সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহর (Azid, 2010; Mohammed & Ikramur, 2016)। এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ পরিকাঠামো মানুষের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে পারস্পরিক শক্তিশালী নৈতিক সংযোগ তৈরি করে, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মধ্যে মানবিক সহযোগিতার আলোকে স্থায়ী ও আপদকালীন যেকোনো অর্থনৈতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং কল্যাণমূলক কর্মকৌশল নির্ধারণে নৈতিক শক্তির যোগান পেয়ে থাকে (Hossain, 2019)। 'খিলাফাহ' বা প্রতিনিধিত্বমূলক (Akhtar & Arif, 2000; Mohammed & Ikramur, 2016) পরিকাঠামো আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের ওপর মানুষের একচ্ছত্র যৌক্তিক অধিকার নিশ্চিত করে (Chapra, 2007)। এ পরিকাঠামোর আলোকে সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তাদের ধারাবাহিক উন্নতি সাধনে নিজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে (Hossain, 2019; Mohammed & Ikramur, 2016)। 'আদল' বা ন্যায়বিচার (Akhtar & Arif, 2000) পরিকাঠামো হিসেবে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং অপচয় রোধ করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সম্পদ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। 'ইহসান' বা কল্যাণকামিতা এবং 'ফরজ' বা জবাবদিহিতা (Naqvi, 1981) ইসলামী অর্থনীতির দুই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। এই দুই পরিকাঠামো দয়ার্দ্রতা ও জবাবদিহিমূলক অনুভূতির সমন্বয়ে নিঃস্ব বা অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। 'মুশারাকাহ' বা অংশগ্রহণও ইসলামী অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিনির্মাণ ও সংকট মোকবিলায় মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে (Hossain & Abdullah, 2022)। এটি মূলত সম্মিলিত উদ্যোগের আলোকে জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা, যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে (Hossain, 2021)। 'জুহুদ' বা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, 'বাসাত্বাহ' বা সাদাসিধে জীবনযাপন, 'আরহাম' বা সামাজিক সম্পর্ক, 'তাআউন' বা পারস্পরিক সহযোগিতা, 'সবর' বা ধৈর্য এবং 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা এ সবই ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জনে শক্তিশালী তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (Hossain & Abdullah, 2022)। 'জুহুদ' মূলত মানুষকে চরম প্রতিকূল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অনুকূল পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হতে সক্ষম করে তোলে; 'বাসাত্বাহ' বা সাদাসিধা জীবনযাপন অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত ভোগবান্ধব জীবনযাপন থেকে প্রয়োজন-নির্ভর মধ্যমপন্থী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করতে সহায়তা করে; 'আরহাম' বা সামাজিক সম্পর্ক সমাজভিত্তিক অভ্যন্তরীণ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপকহারে ভূমিকা পালন করে এবং 'তা'আউন' বা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাঠামো স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক শক্তিশালী সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, যেকোনো সম্ভাব্য ও আপতিত সংকট প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (Hossain & Abdullah, 2022)। অন্যদিকে, বিপদ মোকাবিলায় যদি কখনো কখনো জাগতিক মাধ্যমসমূহ পারিপার্শ্বিক কারণে অকার্যকর কিংবা অপ্রতুল হয়ে পড়ে তখন ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল চূড়ান্ত মানসিক শক্তি হিসেবে যেকোনো আর্থিক সংকটের মাঝেও বেঁচে থাকাকে অর্থবহ করে তোলে (Hossain & Abdullah, 2022)। সর্বোপরি, 'মুহাসাবা' বা পরকালীন জবাবদিহিতা (Azid, 2010) একজন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে, এক্ষেত্রে ব্যক্তি অবৈধ ও অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ ও আহরণ এবং সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ ও অধিকার হরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখার দীক্ষা পেয়ে থাকে।

টেবিল ১. ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

তাওহীদ বা ঐক্য	ফরজ বা জবাবদিহিতা	আরহাম বা সামাজিক সম্পর্ক
খিলাফাহ বা প্রতিনিধিত্ব	মুশারাকাহ বা অংশগ্রহণ	তা'আউন বা সহযোগিতা
আদল বা ন্যায়বিচার	জুহুদ বা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা	সবর বা ধৈর্য
ইহসান বা কল্যাণকামিতা	বাসাত্বাহ বা সরল জীবন	তাওয়াক্কুল বা ভরসা
মুহাসাবা বা মূল্যায়ন		

সূত্রঃ (Hossain, 2021)

৩.৭ ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক কৌশলসমূহ

প্রায়োগিক পরিকাঠামো হিসেব অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিনির্মাণ, ঝুঁকি প্রতিরোধ ও দরিদ্রতা দূরীকরণে ইসলাম বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক এবং বাণিজ্যিক এ তিন ধরনের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করে (Hossain, 2021)। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক দান হিসেবে যাকাত এবং ঐচ্ছিক দান হিসেবে ওয়াক্বফ মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ দুই খাতকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কৌশলের সাথে সমন্বয় করে রাষ্ট্রের মূল ধারার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সংযুক্ত করে যেকোনো দেশের অর্থনীতিকে ব্যাপক সমৃদ্ধশালী করা যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সুদ-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দিতে যাকাত একটি নিয়ামক বিকল্প হতে পারে (Hassan, 2006)। কারণ দেশি ও বিদেশি ঋণের বিপরীতে সুদ আদায়ে রাষ্ট্রকে যে পরিমাণ টাকা অনুৎপাদন ব্যয় হিসেবে খরচ করতে হয়, অর্থব্যবস্থায় যাকাতের সংযোজন থাকলে তা থেকেই প্রদেয় সুদের সমপরিমাণ টাকা দিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাজেট ঋণের প্রাক্কলিত সুদের পরিমাণ প্রায় ৬৯ হাজার কোটি টাকা (Al-Ferdous, 2021)। অথচ এর সমপরিমাণ অর্থ যাকাত ও অন্যান্য ইসলামী উৎস থেকেই সুদমুক্ত ও উৎপাদনমুখী খাতে ব্যয় করে অনেকাংশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের বোঝা কমানো সম্ভব হতো (Hossain, 2021)। তবে বহুমাত্রিক ঋণের চাপ, বাজেট ঘাটতি, রাষ্ট্রীয় সরবরাহ খাতে ব্যঘাত সৃষ্টিকারী এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধিতে মৌলিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আওক্বাফের ভূমিকাও অপরিসীম (Cizakca, 2002)। একইভাবে যাকাত ও আওক্বাফভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ ও সুযোগের পুনউৎপাদন ও বণ্টন, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ধারাবাহিক উপার্জন সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ তৈরিতে প্রয়োজনীয় সম্ভাবনা রয়েছে। যাকাত ও আওক্বাফ শত শত বছর ধরে খিলাফাহ ও তৎপরবর্তী মুসলিম শাসিত অঞ্চলসমূহের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ সরবরাহের মৌলিক উৎস হিসেবে প্রচলিত থাকা সেসবেরই প্রমাণ বহন করে। ইসলামী ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তৈরি, বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগ, নানাবিধ আমানত পদ্ধতি আর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঈর্ষণীয় প্রবৃদ্ধির কারণে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক লাভ-লোকসান পদ্ধতি, সরাসরি বিনিয়োগ, পারস্পরিক লাভ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে

ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সম্ভাব্য যেকোনো আর্থিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বৃহৎ পরিসরে ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যদিকে অর্থনীতির পুঁজি সরবরাহ, বাজার স্থিতিশীল রাখা ও অর্থ ঘূর্ণায়নে ইসলামী পুঁজি বাজার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যদিও বাংলাদেশে ইসলামী পুঁজি বাজার এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়, তবে মালয়েশিয়ার মতো দেশে স্বাতন্ত্রিক ইসলামী পুঁজি বাজার বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাও ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি ও আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থনৈতিক সমাধান হিসেবে অন্যান্য বীমা সেবার পাশাপাশি ইসলামী বীমা বা তাকাফুল মানুষকে অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে (Bakar, 2002)। হেবা বা স্বেচ্ছাদান, বাধ্যতামূলক উত্তরাধিকার সম্পদ (Huq, 1996), যাকাতুল ফিতর (Al-Qaradawi, 1985), কুরবানির গোশত বিতরণ, আর্থিক কাফ্ফারা যেমন যিহার, হাদঈ, ফিদইয়া (Al-Qaradawi, 1985), আফয়ু, অনাদায়ী মাহর, করজে হাসানার মতো ছোটো ছোটো অর্থনৈতিক খাতসমূহ সীমিত পরিসরে হলেও অর্থনৈতিক ধকল মোকাবিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি সংকট দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উশর (ফসলের যাকাত) (Huq, 1996) এবং অন্যান্য ঐচ্ছিক সাদাক্বাহসমূহ দরিদ্রতা বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে (Al-Qaradawi, 1985)।

মধ্যমপন্থা ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মেথড (Hossain, Abdullah, & Rosele, 2021) (Hossain et al., 2021)। প্রান্তিকতা ও বাহুল্যতাকে ইসলাম ঐতিহাসিকভাবেই পরিহার করে মধ্যমপন্থায় নিজের অবস্থাকে সুবিন্যস্ত করে (Mohammed & Ikramur, 2016)। অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ইসলাম একই পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা যেহেতু সমস্ত মানুষের কল্যাণকে উপলক্ষ্য করে সাজানো (Chapra, 2008) তাই অর্থপরিচালনায় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যেমনিভাবে অস্বীকার করা হয় না (Rosser, Rosser, & Kramer, 1999) একইভাবে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ এবং সে আলোকে নীতি প্রণয়নকেও অপ্রয়োজনীয় গণ্য করা হয় না। বরং দুয়ের সমন্বয়ে সর্বজনীন কল্যাণমূলক অর্থনীতিই এ অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিগত অর্থ পরিচালনা ইসলাম যেমনিভাবে সমর্থন করে পাশাপাশি অবাধ স্বাধীনতার নামে যেকোনো উপায়ে সম্পদ অর্জন ও ভোগ করাকে ইসলাম লাগাম টেনে ধরে। তাই যেখানে ব্যক্তি নিজে লাভবান হলেও অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইসলাম সেখানে লাগাম টেনে ধরার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিধান আরোপ করে। যেকোনো ধরনের নেশাজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধকরণ তার অন্যতম উদাহরণ। অন্যদিকে বৃহত্তর জনমুখী কল্যাণ, অর্থব্যবস্থায় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে ইসলাম যেমনিভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণকে প্রয়োজন মনে করে আবার রাষ্ট্রকতৃক অন্যায্যভাবে নাগরিক অধিকার খর্ব করা, শ্রমিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত করা, অন্যায় নীতি চাপিয়ে দেওয়াসহ সবধরনের রাষ্ট্রীয় জুলুমকে নিষিদ্ধ করে। সে আলোকেই ইসলাম তার অর্থব্যবস্থায় সমাজের সবস্তরের মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে নানাবিধ পদক্ষেপ ও নীতিমালা প্রস্তাব করে (Hossain, 2021)।

টেবিল ২. ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক কৌশলসমূহ

বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাণিজ্যিক
যাকাত	ওয়াক্বফ	ইসলামিক ব্যাংকিং
উশর	সাদাক্বাহ	ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণ
যাকাতুল ফিতর	হেবা	ইসলামিক বীমা
কাফ্ফারা	আফয়ু	পুঁজি বাজার
ফিদইয়া	করজে হাসানা	
মাহর	ক্রাউড ফান্ডিং	
হাদঈ		

সূত্রঃ (Hossain, 2021)

৩.৮ ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন নীতি

ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নীতিমালা (Individual Initiative Policy, IIP) তারই অন্যতম অংশ (Hossain, 2021; Hossain & Abdullah, 2022)। এ নীতিমালার আলোকে ইসলাম শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ-সবল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে (Mohammed & Ikramur, 2016)। রাসূলুল্লাহ (স.) সহ অন্য নবী-রাসূলদের মেষ চরানোর মতো দায়িত্ব পালনের ঘটনা থেকে নিজস্ব জীবিকা অন্বেষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত ও দরিদ্রতা দূরিকরণে 'ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নীতিমালা' ইসলামী অর্থনীতির প্রাথমিক নীতি। এ নীতিমালা মূলত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্য সম্ভাব্য যেকোনো অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও সুযোগ গ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করে।

কখনো কখনো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ সংকটের কারণে ব্যক্তির পক্ষে তার জীবিকানির্বাহ অসম্ভব হয়ে ওঠে, এক্ষেত্রে সমাজের বিত্তশালী অংশ কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সামাজিক পদক্ষেপ নীতিমালার (ঝড়পরবঃধষ ওহরঃরধঃরাব চড়ষরপু, ঝওচ) আলোকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্ভাব্য যেকোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করে (Hossain, 2021; Hossain & Abdullah, 2022; Hossain et al., 2021)। ভিক্ষুক ব্যক্তিকে রাসূল (স.) কতৃক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ঘটনা থেকে এ নীতির প্রমাণ মিলে।

তা'আউন বা সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নীতিমালার (Cooperational Initiatiave Policy, CIP) আলোকে বিভিন্ন কারণে স্থায়ী ও অস্থায়ী আর্থিক অনটন কিংবা স্থায়ী বেকার জীবনযাপন করছে এমন সুবিধাবঞ্চিতদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে ইসলাম বিত্তশালী দেশ কিংবা ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক ও বিনিময়চুক্তির আলোকে সম্পদশালী দেশ কিংবা অঞ্চলসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতায় ভাগ্যাহতদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেওয়ার নীতিকে ইসলাম উৎসাহিত করে। মদীনায় মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের ঐতিহাসিক সহযোগিতা ও ত্যাগকে 'সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নীতিমালা'র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (Hossain, 2021; Hossain & Abdullah, 2022; Hossain et al., 2021)।

অপরদিকে সমাজের দুস্থ ও ভাগ্যাহত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদেরকে অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দিতে বন্ধুত্বপরায়ণ পদক্ষেপ নীতিমালা (Friendly Initiative Policy, FIP) খুবই কার্যকরী পদক্ষেপ। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, ইয়াতিম, কাজ করতে অক্ষম বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার মানুষদের এই নীতির অধীনে পুনর্বাসনের আওতায় নিয়ে আসা ইসলামেরই নীতি। তাদেরকে একটি সুখময় স্বাভাবিক জীবন গড়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে আশপাশের দানশীল ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়দের ওপর ইসলামে এই দায়িত্ব অর্পিত হয় (Hossain, 2021; Hossain et al., 2021)।

প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ (Institutional Initiative Policy, InIP) নীতিমালার অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সর্বজনীন জীবিকা নিশ্চিতকরণ এবং যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যাকাত ও নগদ আওক্বাফের সমন্বয়ে একটি টেকসই নিরাপত্তা তহবিল গঠন করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী খাবার-ব্যাংক স্থাপন, কোল্ড-স্টোরেজ ও মাল-গুদাম তৈরিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে এই তহবিল থেকে উপযুক্তদের মধ্যে খাবার বিতরণ ও প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ প্রদান, পাবলিক ইউটিলিটি যেমন, পানি, বিদুৎ ও গণপরিবহনের জ্বালানি ব্যয়ভার বহন (ভর্তুকী) করা (Hossain et al., 2021)। পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই তহবিল থেকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে দেশব্যাপী অবৈতনিক বহুমুখী শিক্ষা সেবা, গবেষণা প্রকল্পসহ শিক্ষা উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। কৃষি অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদেরকে এই তহবিল থেকে বিনামূল্যে সার, বীজ, জমি চাষের ট্রাক্টর, কৃষিদক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, অন্যান্য হালকা কৃষি সরঞ্জামাদি এবং টেকসই কৃষি ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য উন্নততর কৃষি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। শর্তসাপেক্ষে অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উন্নয়নে এ খাত সুদমুক্ত প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

যেকোনো অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য 'সম্মিলিত ইসলামিক কম্যুনিটি ব্যাংক' (Combined Islamic Community Bank, CICB) অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে। ইসলামী শরীয়ার সবগুলো সামাজিক তহবিল যেমন, যাকাত, আওক্বাফ, করজে হাসানা, এককালীন দান, হেবা ও সামাজিক জবাবদিহিমূলক বাণিজ্যিক তহবিল (সিএসআর)-সহ অন্যান্য তহবিলের সমন্বয়ে এমন ব্যাংক টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে

(Hossain & Abdullah, 2022; Hossain et al., 2021) এই ব্যাংকের মাধ্যমে দেশ সুদভিত্তিক ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও বাজেট ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

বিশেষায়িত ব্যবস্থাপনার (A special purpose vehicle, SPV) অধীনে রাষ্ট্রীয় তহবিল যোগানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব তহবিল (Private-Public Partnership Fund, PPPF) একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (Hossain & Abdullah, 2022; Hossain et al., 2021)। ইসলামী অর্থনীতির অংশীদারিত্ব কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গৃহীত এই তহবিলে দেশের বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, অনুদান ও ত্রাণসংস্থা মূল দাতার ভূমিকা পালন করবে। এই তহবিল দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতাল, কম্যুনিটি ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, কৃষি ও স্বাস্থ্যসহ জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করাসহ নানাবিধ খাতে এই তহবিল থেকে অর্থায়ন করা যেতে পারে।

বেকারত্ব দূরীকরণে সামাজিক শিল্প (Social Industries, SI) ব্যাপক আশার আলো দেখাতে পারে। যাকাত ও আওক্বাফ তহবিলের সমন্বয়ে ফিকহুল আওলাউইয়্যাত (অগ্রাধিকার ব্যবস্থাপনা) এবং ফিকহুল ওয়াকে' (পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা)-এর আলোকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অতীব প্রয়োজনীয় এমন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এ শিল্প অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে (Hossain & Abdullah, 2022; Hossain et al., 2021)।

বিস্তৃত অর্থনীতি বিনির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইনান্স খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিদ্যমান। কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) পাশাপাশি বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগ, উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও বিস্তৃত পরিসরে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দেশের মূল ধারার অর্থনীতিতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশেই প্রমাণিত। তবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশব্যাপী তাদের শাখাসমূহ ও জনবল সংযুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিক জনপদে অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে অর্থ ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলসহ অন্যান্য সেবা ও সচেতনামূলক সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক সুদবিহীন সুকুক' অবমুক্ত করে রাষ্ট্রের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ আহরণ সহজ হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি সবধরনের প্রতিষ্ঠানই এ 'সুকুক'-এর মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির 'তা'আউন' কাঠামোর আলোকে রাষ্ট্রকে সুদমুক্ত অর্থ আহরণে সহযোগিতার নিমিত্তে ব্যক্তি, আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ 'সুকুক' ক্রয়ে এগিয়ে আসতে পারে (Hossain & Abdullah, 2022)।

প্রান্তিক পর্যায়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বি করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প উদ্যোগকে (এসএমই) এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে সুদবিহীন নানাবিধ বিনিয়োগ স্কিম ও 'বিস্তৃত করদে হাসান প্রকল্প' (Comprehensive Qard al-Hasan Scheme, CQHS) এক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে। প্রান্তিক জনপদে দরিদ্রতার ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের মাঝে প্রকল্পের অধীনে রিকশা, অটোরিকশা, ছোট পরিসরের মৎস, দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারের প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সহযোগিতা, সেলাই মেশিন ও বুটিক প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ কর্মসংস্থানমূলক কাজে এই প্রকল্প থেকে অর্থায়ন করা যেতে পারে (Hossain & Abdullah, 2022; Hossain et al., 2021)।

বায়ু, খাদ্যদূষণ ও প্রান্তিক জনপদে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ইসলামী বীমানীতি নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্যও বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প, নির্মাণ খাত, রেস্টুরেন্ট, গণপরিবহন শ্রমিক, স্বাস্থ্যকর্মী, বস্তিতে বসবাসকারী মানুষদের জন্য তা'আউন ও বন্ধুত্বপরায়ণ নীতিমালার আলোকে জরুরি বীমানীতি (পলিসি) প্রণয়নে ইসলামী বীমা নীতির ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে (Hossain et al., 2021)।

সর্বোপরি মধ্যমপন্থী জীবনযাপন নীতির (Cost-effective Livelihood Policy) সচেতনতাবোধ যেকোনো অর্থনৈতিক ধকল থেকে মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে। ইসলাম সাদাসিধে মধ্যমপন্থী জীবনযাপনকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উৎসাহিত করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবিলায় ইউসুফ (আ.) এর গৃহীত নীতি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় ও আবেগনির্ভর ঋণ গ্রহণ প্রবণতা কমিয়ে দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও অতিরিক্তি ভোগবান্ধব জীবনযাপন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই মধ্যমপন্থী জীবনে অভ্যস্ত হওয়া সহজ হতে পারে। এটি যেকোনো দেশ ও সমাজকে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা কাটিয়ে ওঠা ও দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল শক্তিশালী অর্থনীতির

কাঠামো বিনির্মাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠায় ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে (Hossain et al., 2021)। নিম্নোক্ত টেবিলে ইসলামী অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামো তুলে ধরা হলো।

টেবিল ৩. ইসলামী অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামো

নীতি	থিওরি	কৌশল
ব্যক্তিগত	খিলাফাহ	এন্টারপ্রাইজ
সামাজিক	জবাদিহিতা, কল্যাণকামিতা	যাকাত, নগদ ওয়াক্বফ
		অলস ও অব্যবহৃত সম্পদ
		অন্যান্য দান
পারস্পরিক সহযোগিতা	জবাদিহিতা, সহযোগিতা	যাকাত, নগদ ওয়াক্বফ
বন্ধুত্বপরায়ণ	জবাবদিহিতা, কল্যাণকামিতা ও ন্যায়পরায়ণতা	কাফ্ফারাহ, দান
		যাকাত, ফিতরা
		মাহর
		উত্তরাধিকারী সম্পদ
		করদে হাসান
প্রাতিষ্ঠানিক		
দুর্যোগ তহবিল	জবাদিহিতা, সহযোগিতা	যাকাত, ওয়াক্বফ
কম্যুনিটি ব্যাংক	সহযোগিতা, ঐক্য ও অংশগ্রহণ	যাকাত, ওয়াক্বফ
		দান
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব তহবিল	অংশগ্রহণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা	যাকাত, ওয়াক্বফ
		দান
সামাজিক শিল্প	জবাবদিহিতা, কল্যাণকামিতা	যাকাত, ওয়াক্বফ
তাকাফুল	জবাবদিহিতা	সমন্বিত বীমানীতি
ক্ষুদ্র ঋণ	জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ	করদে হাসান
ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইনান্স		ব্যবসা বাণিজ্য
ক্রাউড ফান্ডিং		

সূত্রঃ (Hossain et al., 2021)

৪. পর্যালোচনা

যদিও প্রাথমিকভাবে সব অর্থনীতিই নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে বেড়ে উঠেছে, তবে আঠারো শতাব্দী পরবর্তীতে মূলধারার অর্থনীতিসমূহ ব্যক্তি-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ধারণা নিয়েই বেড়ে ওঠে (Azid, 2010) তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা ছাড়া উপরিউল্লিখিত কোনো ব্যবস্থাই পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় আংশিক বা স্বল্প অবদান ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ বিকশিত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করে না (Rosser et al., 1999)। সেদিক থেকে আদর্শিক অর্থব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী অর্থনীতি একটি উন্নত কাঠামোর আলোকে পরিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা উপস্থাপন করে বিধায় রাষ্ট্রীয়ভাবেই বিভিন্ন দেশে এর সংযুক্তি প্রতীয়মান (Rosser et al., 1999)। যেহেতু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ঋণ নির্ভর বাণিজ্যনীতি পরিত্যাজ্য বরং সুদমুক্ত ঝুঁকি অংশীদারিত্ব, অংশগ্রহণমূলক, সামাজিক কার্যক্রম নির্ভর ও সব মানুষের উপযোগী বলে এর টেকসই অবস্থানও অনেক শক্তিশালী ও স্বচ্ছ (Azid, 2010), যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময় নানাবিধ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও ইসলামী অর্থনীতি তার ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। গতানুগতিক অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিতন্ত্রবাদ দ্বারা বাজার কাঠামো নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যুক্তিবাদকে (rationality) উপজীব্য করে পথ চললেও (Azid, 2010) ইসলামী অর্থব্যবস্থা স্বাতন্ত্রিক শর্তাবলী, নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যতিক্রমী ধারণাকে উপজীব্য করে নিয়ন্ত্রিত হয় (Jones, 1995)। সেক্ষেত্রে ইসলাম অর্থনীতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকার করলেও সামাজিক ও নৈতিক জবাবদিহিতা এবং ইসলামী শরীয়ার আইন ও নিয়ম বহির্ভূত কোনো আচরণ থেকে ব্যক্তিকে দায় মুক্তি না দেওয়ার পাশাপাশি পরকালীন জবাবদিহিতার পেরেশানী থাকার কারণে এখানে সামগ্রিক কল্যাণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে থাকে, (Azid, 2010) যা মূলধারার অর্থনীতিতে অনুপস্থিত বলে মূলধারার অর্থনীতির দুর্বলতা প্রমাণ করে। যেহেতু মূলধারার অর্থনীতি ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও অর্জনকেই সফলতা মনে করে তাই সেটি সমাজ বা অন্যের কল্যাণ নিশ্চিতকরণকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু ব্যক্তি, সমাজ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণসহ টেকসই পৃথিবী বিনির্মাণের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে তাই এটিকে মূলধারার অর্থনীতিতে সংযুক্ত করা গেলে বৈশ্বিকভাবে অর্থনীতির সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইসলামিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে উপযুক্ত চালিকা শক্তিসমূহ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার পথ উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়। পূর্ববর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ মূলত এসব অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দরিদ্রতা দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়নসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অর্থের যোগান দিত, যাকে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থমন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও পুঁজিবাজারের কর্মযজ্ঞের সমান্তরাল বলা যেতে পারে।

এক নজরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ ও দর্শন-

টেবিল ৪. অর্থনৈতিক নীতি ও পদ্ধতি

সমাজতন্ত্র	ইসলামী অর্থনীতি	পুঁজিবাদ
আদর্শ: মার্কসবাদ	আদর্শ: শরীয়া	আদর্শ: বাজারনীতি
অর্থনৈতিক ভিত্তি • ব্যক্তি মালিকানাহীনতা • রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন	অর্থনৈতিক ভিত্তি • মুসলিম ব্যক্তি	অর্থনৈতিক ভিত্তি • অর্থনৈতিক ব্যক্তি
দার্শনিক ভিত্তি • দ্বান্দিক বস্তুবাদ	দার্শনিক ভিত্তি • মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি • পার্থিব সফলতা • পরলৌকিক সফলতা • পার্থিব জবাবদিহিতা • পরলৌকিক জবাবদিহিতা • মধ্যমপন্থা	দার্শনিক ভিত্তি • উদার বাজারনীতি • উদার বানিজ্যনীতি
মালিকানা নীতি : রাষ্ট্র	মালিকানা নীতি : আল্লাহ	মালিকানা নীতি : ব্যক্তি

সূত্র: লেখক

৫. উপসংহার

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম সৌন্দর্য ও ইতিবাচক দিক হলো এটি ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রয়োজনকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সবার উপযোগী সমাধান উপস্থাপন করে। অর্থনীতিতে উপরিউল্লিখিত ইতিবাচক পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী অর্থনীতিতে সবধরনের জুলুম ও অসমতাকে দূরীভূত করার মাধ্যমে একটি সর্বজনীন অর্থব্যবস্থা উপস্থাপন করতে চায়। এক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুদ, প্রতারণা, ফটকাবাজি, অবৈধ পণ্য ও সেবা উৎপাদন, স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যের জন্য ক্ষতিকারক এবং শরীয়া পরিপন্থী যেকোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করে। বিশেষ করে সুদের মত প্রচ্ছন্ন জুলুম নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাজার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও অর্থঘূর্ণায়নে ব্যাপক অসমতা তৈরি করে একটি অমানবিক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত করে। এসব মোকাবিলায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার চালিকা শক্তিসমূহ আলাদা হলেও প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থনীতিকে প্রাসঙ্গিক করার ক্ষেত্রে একটি অন্যটির পরিপূরক। উপরিউল্লিখিত বিষয়সমূহ মূলত ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে অন্যান্য অর্থব্যবস্থার তুলনায় অনন্য ও ব্যতিক্রমী করে তোলে। তীব্রভাবে একমুখী না হয়ে বরং ইসলামী অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতিতে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। তাই এটি যেকোনো দেশের মূলধারার অর্থনীতিতে সংযোজিত হলে সার্বিকভাবে টেকসই অর্থনীতির নিশ্চয়তা অনেকাংশেই বাস্তবায়নযোগ্য।

তথ্যসূত্র

Akhtar, M. R., & Arif, G. (2000). Poverty Alleviation on a Sustainable Basis in the Islamic Framework [with Comments]. *The Pakistan Development Review, 39*(8), 631-647.

Al-Ferdous, H. (10th June 2021). *'Durvoger Firistinama : Jatio Budget 2021-2022'*. https://www.rowyak.com/.

Al-Qaradawi, Y. (1985). *Mushkilah al-Faqr wa Kayfa 'Ilaajuha al-Islam Beirut*: M´uassasah al Risalah.

Azid, T. (2010). Anthology of Islamic Economics: Review of some Basic Issues. *Review of Islamic Economics, 13* (2), 165-194.

Bakar, M. D. (2002). The problem of risk and insurable interest in takaful: A jurisprudential analysis. In M. Iqbal (Ed.), *Islamic Economic Institutions Elimination of Poverty* (pp. 233-253). Leicester: The Islamic Foundation.

Bisleshon. (2021). *'Orthoniti: Bivinno Dhoroner Orthonoitik Obostha o Boishistho abong Bangladesher Orthonoitik Obostha.* https://www.bishleshon.com/3095/ (accessed 15 October 2022).

Chapra, M. U. (1983). Monetary policy in an Islamic economy. *Money and Banking in Islam, Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics.*

Chapra, M. U. (1996). *No Title What's Islamic Economic?*, 9, Jeddah IRTI / IDB.

Chapra, M. U. (2007). *The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī 'ah.* Jeddah IDB : Islamic Research Training Institute.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Sharī 'ah. *Occasional Paper Series,* 15.

Cizakca, M. (2002). Latest Developments in the Western non-Profit Sector and the

Implications for Islamic Awqaf. In M. Iqbal (Ed.), *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty* (pp. 263-287). Leicester: The Islamic Foundation.

Hassan, M. K. (2006, November 24-26). *The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Bangladesh.* Paper presented at the a conference in Dhaka.

Hossain, M. M. (2017). *Hire Purchase under Shirkah al-Milk (HPSM) in Islami Bank Bangladesh Limited: An Analysis from Shariah Perspective.* (Masters), International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.

Hossain, M. M., & Abdulla, H. L. (2022a). The economic impact by Covid-19 in south Asia: Islamic economical tool based short and long trem policy responses for south Asian Muslim countries. *American Economic & Social Review, 9*(1), 1-8.

Hossain, M. M., Abdullah, H.L., & Rosele, M. I. (2021). The Financial Crisis and COVID-19 Pandemic in South Asia: Poverty Alleviation Policy from an Islamic Perspective to Achieve Sustainable Development. *Online journal of Islamic management and finance,* 1(1), 58-79.

Hossain, M. M. (2021). বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনার বিরুপ প্রভাবঃ সংকট উত্তরণে ইসলামী নীতিমালা। The Economical Impact of Covid-19 in Bangladesh: Policy Responses from the Islamic Perspective. ইসলামী আইন ও বিচার *(Islami Ain O Bichar), 17*(66), 49-74.

Hossain, M. M. (2019). *Achieving Sustainable Development Goals: Poverty Alleviation from an Islamic Perspective*. Paper presented at the International Conference on Religion, Governance and Sustainable Development (ICRGD2019), Kuala Lumpur.

Huda, C. (2016). Islamic Economics and Capitalism (Tracing the Seeds of Capitalism in Islamic Economics). *Economica: Journal of Islamic Economics, VII*

Huq, A. (1996). Poverty, Inequality and Role of some of the Islamic Economic Institutions. In M. M.A. & Ahmad (Ed.), *Economic Development in an Islamic Framework* (pp. 224-261). Islamabad: International Islamic University Pakistan.

Itoh, M. (1988). *The Basic Theory of Capitalism*: *Forms and Substance of the Capitalist Economy: Springer.*

Jones, T. M. (1995). Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics. *Academy of Management Review*, 20(2), 404-437.

Khan, F. (2001). *Waqf: an Islamic Instrument of Poverty Alleviation– Bangladesh Perspective.* Paper presented at the Seventeenth International Conference on the Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi

Kuran, T. (1995). Islamic Economics and the Islamic Subeconomy. *Journal of Economic Perspectives, 9*(4), 155-173.

Mannan, M. A. (1997). *Theory and Practice of Islamic Economics.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Cet.

Mohammed, I. A., & Ikramur, R. F. (2016). *Islamic Banking: Principles And Practices (1st ed.)*. Hyderabad: Marifa Academy Private Limited.

Naqvi, S. N. H. (1981). Ethics and Economics: *An Islamic Synthesis.* Leicester: The Islamic Foundation.

Qardawi, Y. (2010). *Economic Security in Islam* (M. T. Siddiqui, Trans.). Kuala Lumpur: Dar al-Wahi Publication.

Rianto, M. N. (2015). *Introduction to Islamic Economics Theory and Practice* Bandung: Pustaka Setia.

Rosser, M. V., Rosser, J. B., & Kramer, K. L. (1999). The New Traditional Economy: a New Perspective for Comparative Economics? *International Journal of Social Economics*, *26*(6), 763-778.

Rozalinda. (2014). *Islamic Economics Theory and Its Application to Economic Activities*. Jakarta: Indo Persada.

Segrillo, A. (2020). *Karl Marx's Capital (Vols. 1, 2, 3) Abridged (1st ed.)*. São Paulo: FFLCH/USP.

Smith, A. (2010). *An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations*: Harriman House Limited.

Soto, H. D. (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else.* Britain Bantam Press.

Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization Development, 1*(1), 87-104.

The Express Trinune. (2017). 'Islamic finance attracts non-Muslim countries. https://tribune.com.pk/story/1588519/3-islamic-finance-attracts-non-muslim-countries/.

Waemustafa, W. (2013). The Emergence of Islamic Banking: Development, Trends, and Challenges. *IOSR Journal of Business Management, 7*(2), 67-71.

Zaman, A. (2010). Islamic Economics: A Survey of the Literature. *Islamic Studies, 49*(1), 37-63.